Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/10/2026 1:45 PM Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২৫ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। মঙ্গলবার ১০ মার্চ ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৭৯ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

মেডিকা নার্সিং হোম

মাইক্রো সার্জারি অপারেশন করা হয়।

স্বাস্থ্য সাথী SWASTHYA SATHI

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের সুবিধা রয়েছে

24/7 EMERGENCY SERVICE

24x7 Emergency Service and Care

ই.সি.জি. | ইউ.এস.জি | গাইনো সার্জারি

জেনারেল সার্জারি | রক্ত পরীক্ষা

ও.পি.ডি. | ডিজিটাল এক্স-রে | ফিজিওথেরাপি

বিভিন্ন ধরনের ইন্সুরেন্স কার্ডের মাধ্যমে অপারেশন করার সুব্যাবস্থা রয়েছে।

রতুয়া হাসপাতাল গেট

(বিউটি মেডিক্যালের পাশে), রতুয়া, মালদা

Contact : 9734190447 / 8967213824 /8637023374 / 8917598976

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/10/2026 1:45 PM Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২৫ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। মঙ্গলবার ১০ মার্চ ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৭৯ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

যুদ্ধের বাজারে তেলের জন্য ভারতের দ্বারস্থ বাংলাদেশ, সংকটেও ১৮০০০০ মেট্রিক টন ডিজেল দিচ্ছে দিল্লি

মিলছে না গ্যাস, দেশজুড়ে বন্ধ হাজার হাজার হোটেল! মোদির জবাব চেয়ে সরব রেস্তরাঁ মালিকরা

খামেনেইয়ের মৃত্যুতে বিদেশি স্লিপার সেলগুলিকে সক্রিয় করে ইরান! বিস্ফোরক দাবি আমেরিকার

দক্ষিণেশ্বরে ফের কালো পতাকা তৃণমূলের

‘ভোট হবে হিংসামুক্ত’, বার্তা জ্ঞানেশ কুমারের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ কালীঘাটের অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটল দক্ষিণেশ্বরেও। মঙ্গলবার সকালে বেলুড় মঠ ও দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে ফের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। একদিকে যখন শাসকদল তাঁর বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনার সলতে পাকাচ্ছে, ঠিক তখনই বাংলায় দাঁড়িয়ে ‘অহিংস ও চাপমুক্ত’ নির্বাচনের ডাক দিলেন তিনি। তিন দিনের সফরে আসা ফুল বেঞ্চের প্রধান স্পষ্ট করে দিলেন, রাজ্যে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করাতে কমিশন বদ্ধপরিকর। এদিন সকাল ৭টা নাগাদ জ্ঞানেশ কুমার পৌঁছন বেলুড় মঠে। মূল মন্দির দর্শনের পাশাপাশি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী গৌতমানন্দজি মহারাজের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। প্রায় ৪৫ মিনিট মঠে কাটিয়ে বেরনোর সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ‘এ বারের নির্বাচনে যাতে কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সে দিকে নজর থাকবে। হিংসামুক্ত এবং

শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করাতে বদ্ধপরিকর নির্বাচন কমিশন।’ তাঁর কথায় আত্মবিশ্বাসের সুর থাকলেও অস্বস্তি তাড়া করে বেরিয়েছে সফরজুড়ে। বেলুড় থেকে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের উদ্দেশে রওনা দেন কমিশনার। সেখানে পৌঁছতেই তৃণমূল কর্মীদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন তিনি। তাঁকে লক্ষ্য করে কালো পতাকা দেখানো হয় এবং ‘গো ব্যাক’ স্লোগান ওঠে। সংবাদসংস্থা এএনআই সূত্রে খবর, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের গেটের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন শাসকদলের কর্মীরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, ভোটার তালিকা থেকে অন্যায়ভাবে বহু নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। যদিও এই বিক্ষোভকে বিশেষ আমল দিতে চাননি জ্ঞানেশ। মন্দিরে পুজো দিয়ে মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে তিনি বলেন, ‘দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে পুজো দিলাম। নির্বাচন কমিশন অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচন পরিচালনা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’ কমিশন সূত্রে খবর, সোমবার পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকের পর জ্ঞানেশ কুমার ও অন্য দুই কমিশনার সুখবীর সিংহ সান্ধু এবং বিবেক জোশী মনে করছেন, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুব একটা উদ্বেগজনক নয়। বিক্ষিপ্ত কিছু সমস্যা থাকলেও রাজ্যে বিধানসভা ভোট করার মতো পরিবেশ রয়েছে। তবে রাজপথের এই বিক্ষোভ এবার সংসদ পর্যন্ত পৌঁছনোর সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনার তোড়জোড় শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। যদিও একক শক্তিতে সেই ম্যাজিক ফিগার ছোঁয়া সম্ভব নয় বলেই অন্য বিরোধী দলগুলির সমর্থন চাইছে তারা। সব মিলিয়ে তিন দিনের এই সফরে একদিকে যেমন আধ্যাত্মিক পরশ নিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার, তেমনই বিক্ষোভের আঁচও টের পেলেন প্রতি পদে। মঙ্গলবার বিএলও-দের সঙ্গে বৈঠকের পর তাঁর এই সফরের পরবর্তী রূপরেখা কী হয়, সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল। আপাতত কমিশনারের মন্ত্র একটাই, ভোট হবে হিংসামুক্ত।

জ্ঞানেশের ইস্তফা চাইল বিরোধীরা

মুলতুবি লোকসভার অধিবেশন

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ চেয়ে মঙ্গলবার তুলকালাম বাঁধল লোকসভায়। বিরোধীদের প্রবল বিক্ষোভে কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায় সংসদ। স্লোগান আর পাল্টা স্লোগানে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, অধিবেশন ২৫ মিনিটের জন্য মুলতুবি করে দিতে বাধ্য হন স্পিকার। এ দিন ‘জিরো আওয়ারে’ কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহান যখন জবাবি ভাষণ দিচ্ছিলেন, তখনই বিক্ষোভের সূত্রপাত।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি প্রকল্প নিয়ে তৃণমূল সরকারকে কড়া আক্রমণ শানান শিবরাজ। পাল্টা সুর চড়িয়ে আসরে নামেন তৃণমূল সাংসদেরা। এরপরই মেজাজ হারান বিরোধীরা। তৃণমূলের সঙ্গে যোগ দেয় অন্য বিরোধী দলগুলিও। ওয়েলে নেমে সমস্বরে চিৎকার শুরু করেন সাংসদেরা। তাঁদের গলায় তখন একটাই দাবি, ‘ভোটচুরি বন্ধ করো’। সরাসরি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের দিকে আঙুল তুলে ধ্বনি ওঠে, ‘জ্ঞানেশ কুমার পদত্যাগ করো’।

সেই সময় স্পিকারের আসনে বসা বিজেপি সাংসদ সন্ধ্যা রায় পরিস্থিতি সামলানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেন। শান্ত হওয়ার বারবার অনুরোধ করলেও তাতে আমল দেননি বিক্ষোভকারীরা। হইহট্টগোল চরমে পৌঁছলে দুপুর ১২টা পর্যন্ত অধিবেশন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

কৃষিমন্ত্রীর আক্রমণ বনাম বিরোধীদের ভোটচুরির অভিযোগে সংসদীয় গণতন্ত্রের অন্দর মঙ্গলবার হয়ে উঠল তপ্ত রণক্ষেত্র।

বাংলার ভোটে ভোট কাটবে ঝাড়খণ্ডের দল

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে জঙ্গলমহলের ভোট সমীকরণ ওলটপালট করতে নামছে ঝাড়খণ্ডের ‘টাইগার’ বাহিনী। জয়রাম মাহাতোর দল ‘ঝাড়খণ্ড লোকতান্ত্রিক ক্রান্তিকারি মোর্চা’ (জেএলকেএম) রাজ্যের তিন জেলার ১১টি আসনে প্রার্থী দেওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পুরুলিয়ার সবকটি আসন ছাড়াও ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে লড়বে তারা।

মূলত কুড়মি ভোটব্যাঙ্কে থাবা বসিয়ে রাজনৈতিক ‘কাটাকুটি’ খেলাই লক্ষ্য ডুমরির বিধায়ক জয়রাম ওরফে টাইগারের। চলতি মাসের ২১ বা ২২ তারিখ ঝালদার তুলিনে বড়সড় জনসভার প্রস্তুতি শুরু করেছে দল।

জেএলকেএম-এর পশ্চিমাঞ্চল সভাপতি গোপালচন্দ্র মাহাতো জানান, ‘জঙ্গলমহলে ১১ টি আসনে আমরা লড়াই করব, তারই প্রস্তুতি চলছে।’ ইতিমধ্যেই ১১ আসনের পর্যবেক্ষক নিয়োগ ও নতুন কার্যালয় খোলার কাজ সেরে ফেলেছে ঝাড়খণ্ডের এই সংগঠন।

‘ট্রাম্প নয়, যুদ্ধ শেষ করবে ইরানই’

হুঁশিয়ারি রেভোলিউশনারি গার্ডের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের প্রয়াণের পর ইরানের মসনদে বসেছেন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মোজতবা খামেনেই। কিন্তু এই বংশানুক্রমিক ক্ষমতা বদল ঘিরে ইরানে চরম অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। একদিকে দেশের সাধারণ মানুষ যখন মোজতবার ‘মৃত্যু-কামনা’ করছেন, ঠিক তখনই উল্টো মেরুতে দাঁড়িয়ে নতুন সুপ্রিম লিডারের প্রতি পূর্ণ সমর্থনের কথা ঘোষণা করলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। অন্যদিকে, যুদ্ধ এবং তেলের বাজার নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবিকে ‘ননসেন্স’ বলে উড়িয়ে দিয়ে পালটা হুঁশিয়ারি দিয়েছে তেহরান। আবার ইরানের রেভোলিউশনারি গার্ড কর্পস মঙ্গলবার সাফ জানিয়েছে, ‘ট্রাম্প নয়, যুদ্ধ শেষ করবে ইরানই’। ইরানের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি এখন অগ্নিগর্ভ। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, তেহরানের জনপদ মোজতবা-বিরোধী স্লোগানে উত্তাল। মানুষ ঘর থেকে চিৎকার করে বলছেন, ‘মোজতবার মৃত্যু হোক’। রাজনৈতিক মহলের মতে, খামেনেইয়ের পর তাঁর ছেলের শাসন মেনে নিতে নারাজ ক্ষুব্ধ জনতা। তবে দেশের ভিতরে বিরোধিতা থাকলেও আন্তর্জাতিক মঞ্চে মোজতবাকে দরাজ সার্টিফিকেট

দিয়েছেন পুতিন। সোমবার তিনি বলেন, ‘তেহরাণের প্রতি আমাদের যে সমর্থন আগেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। আমি তা আবারও নিশ্চিত করছি। তেহরাণ এবং ইরানের পাশে আছি, থাকব। রাশিয়া ইরানের বিশ্বস্ত সঙ্গী হয়েই থাকবে। বর্তমান সময়ে ইরান যে সশস্ত্র আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়ছে, তখন সর্বোচ্চ নেতা হিসাবে আপনার শাসনে নিঃসন্দেহে দুরন্ত সাহস এবং নিষ্ঠার প্রয়োজন হবে।’ এদিকে, যুদ্ধের ভবিষ্যৎ নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে জড়িয়েছে ইরান। ট্রাম্প দাবি করেছিলেন যে যুদ্ধ শেষ হতে চলেছে। কিন্তু ইরানের রেভোলিউশনারি গার্ড কর্পস সেই দাবিকে নস্যাৎ করে দিয়ে মঙ্গলবার সাফ জানিয়েছে, ‘ট্রাম্প নয়, যুদ্ধ শেষ করবে ইরানই’। ট্রাম্পের মন্তব্যকে ‘ননসেন্স’ আখ্যা দিয়ে ইরানি সেনার মুখপাত্র হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, ইজরায়েল বা আমেরিকা তেলের খনিতে হামলা চালালে এক লিটার তেলও বের করতে দেওয়া হবে না। এমনকি হরমুজ প্রণালী দিয়ে তেল চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ করার ইঙ্গিত দিয়েছে তেহরান। পাল্টা চাপে রেখেছেন ট্রাম্পও। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, হরমুজ প্রণালীতে তেল চলাচল বন্ধ করলে ‘২০গুণ বেশি হামলা’ হবে ইরানের উপর। ট্রাম্পের এই কড়া অবস্থানে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম সাময়িকভাবে কমলেও, মধ্যপ্রাচ্যের আকাশ এখন যুদ্ধের মেঘে ঢাকা। ইরানের স্পষ্ট বার্তা, ‘যুদ্ধ শেষ হয়েছে কিনা সেটা ইরান ঠিক করবে, ওয়াশিংটন নয়’।

Naya Jamana Evening Edition.........9 October....adddddddd..._Layout 1 3/10/2026 1:45 PM Page 3

১৫০ বছর পর্যন্ত বাঁচবে মানুষ !

নতুন গবেষণায় বড় ইঙ্গিত

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ মানুষ কি সত্যিই ১৫০ বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে? সাম্প্রতিক একটি গবেষণা এই প্রশ্নকে ঘিরে নতুন করে আলোচনা শুরু করেছে। বহুদিন ধরেই বিজ্ঞানীরা মানুষের সর্বোচ্চ আয়ু কত হতে পারে তা জানার চেষ্টা করছেন। কেউ মনে করেন, ভবিষ্যতে চিকিৎসা প্রযুক্তির উন্নতির ফলে মানুষের আয়ু অনেকটাই বাড়বে। আবার অন্যদের মতে, মানুষের শরীরের একটি স্বাভাবিক জৈবিক সীমা রয়েছে, যা খুব সহজে অতিক্রম করা সম্ভব নয়।গবেষকদের মতে, বয়স বাড়ার সঙ্গে মানুষ ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। তরুণ বয়সে শরীর খুব দ্রুত অসুখ, আঘাত বা ক্লান্তি থেকে সেরে উঠতে পারে। কিন্তু বয়স বাড়লে সেই ক্ষমতা কমতে থাকে। বিজ্ঞানীরা এই ক্ষমতাকে বলেন শরীরের 'পুনরুদ্ধার ক্ষমতা' বা রেজিলিয়েন্স। এই ক্ষমতা যত কমতে থাকে, শরীর ততই দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন রোগের ঝুঁকিও বাড়ে।গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মানুষের শরীরের এই পুনরুদ্ধার ক্ষমতা একটি নির্দিষ্ট বয়সের পর খুব দ্রুত কমতে শুরু করে। সেই কারণেই বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, মানুষের আয়ুর একটি প্রাকৃতিক সীমা রয়েছে। অনেক গবেষকের মতে, সেই সীমা প্রায় ১২০ থেকে ১৫০ বছরের মধ্যে হতে পারে। অর্থাৎ মানুষ খুব ভাল স্বাস্থ্য, উন্নত চিকিৎসা ও ভাল জীবনযাপন পেলে ১৫০ বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে, কিন্তু তার বেশি বাঁচা প্রায় অসম্ভব।তবে বাস্তবে এখনও পর্যন্ত এত দীর্ঘ আয়ু নিয়ে বেঁচে থাকার উদাহরণ খুবই কম। ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকার রেকর্ড রয়েছে ফরাসি নারী জিন ক্যালমেন্টের। তিনি প্রায় ১২২ বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। তাই ১৫০ বছর পর্যন্ত মানুষের বেঁচে থাকা এখনও বাস্তবে দেখা যায়নি।এই গবেষণার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের কোষ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে থাকে। ফলে শরীর আগের মতো শক্তি ফিরে পায় না। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই জৈবিক পরিবর্তনই মানুষের আয়ুর সীমা নির্ধারণ করে।তবে সব বিজ্ঞানী এই বিষয়ে একমত নন। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, ভবিষ্যতে জিন প্রযুক্তি, উন্নত ওষুধ, অ্যান্টি-এজিং থেরাপি বা কৃত্রিম অঙ্গের উন্নতির ফলে মানুষের আয়ু আরও বাড়তে পারে। প্রযুক্তি যত উন্নত হবে, ততই মানুষের দীর্ঘায়ুর সম্ভাবনাও বাড়বে।বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধু বেশি দিন বাঁচাই মূল লক্ষ্য নয়। বরং মানুষ যেন দীর্ঘদিন সুস্থ ও সক্রিয় জীবন কাটাতে পারে, সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই বিজ্ঞানীরা এখন এমন গবেষণায় জোর দিচ্ছেন, যাতে মানুষ বয়স বাড়লেও সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকতে পারে।মানুষ ১৫০ বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারবে কিনা, তা এখনও নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে এই গবেষণা মানুষের আয়ু এবং বার্ধক্য নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে। ভবিষ্যতের বিজ্ঞানই হয়তো এই প্রশ্নের চূড়ান্ত উত্তর দেবে।

ইরান যুদ্ধের ফলে তৈরি হয়েছে ৩৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের 'দৈত্য'

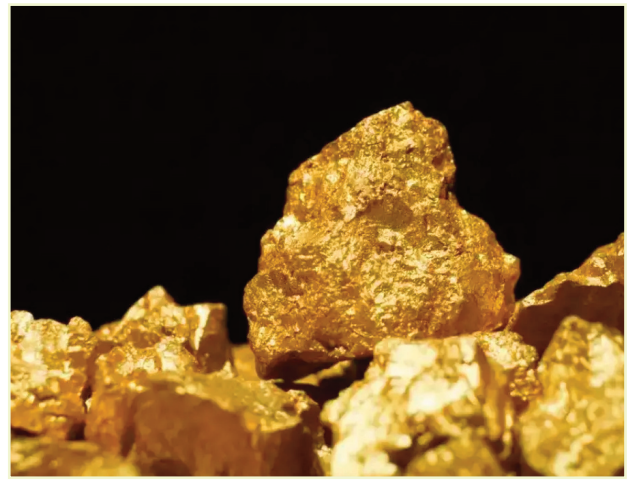

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ইরান যুদ্ধের ফলে বিশ্বের প্রাচীনতম নিরাপদ সম্পদের দিকে বিনিয়োগকারীদের ঠেলে দিয়েছে। এর ফলে সোনার বাজার মূল্য বিস্ফোরিত হয়ে ৩০-৩৫ ট্রিলিয়ন ডলারের 'অর্থনীতি' হয়ে উঠেছে। যা ভারত ও ব্রিটেনের সম্মিলিত জিডিপির চেয়েও বেশি। ইরানে মার্কিন-সমর্থিত ইজরায়েলি হামলা এবং পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলজুড়ে তেহরানের পাল্টা হামলার পর থেকে এই উত্থান আরও তীব্র হয়েছে। বিশ্ব বাজারে অস্থিরতার ঢেউ ওঠায় বিনিয়োগকারীরা সোনায় আরও বেশি করে বিনিয়োগ করা শুরু করেছেন।আন্তর্জাতিক সোনার মানদণ্ড প্রতি আউন্স ৫,৪০০ ডলারের উপরে উঠে গিয়েছে এবং ৫,৬০০ ডলারের কাছাকাছি রেকর্ড স্তরে পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ক্রয় এবং মহামারী-পরবর্তী মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কার কারণে সোনার দামের বৃদ্ধিতে আরও ইন্ধন জুগিয়েছে। এর ফলে সোনার মূল্য গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৩০ থেকে ৩৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে। ভারত এবং ব্রিটেনের সম্মিলিত জিডিপি (প্রায় ৮ থেকে ৯ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার)-র

অনেক বেশি।সোনা মাত্র ১৩ বছরের ট্রেডিং বেস ভেঙে বেরিয়ে এসেছে। ১৯৭২ এবং ২০০৫ সালে ছয় থেকে আট বছর ধরে চলা বড় দাম বৃদ্ধির মতোই। এক দশক পরে ঘুরে দাঁড়ানোর পর এটি স্টক এবং ক্লাসিক ৬০/৪০ পোর্টফোলিও উভয়কেই ছাড়িয়ে যেতে শুরু করেছে। বিশ্লেষকরা একে 'অর্থনৈতিক দৈত্য' বলে অভিহিত করছেন। ইরান-যুদ্ধ সেই দৈত্যকেই তৈরি করেছে। ভূ-রাজনৈতিক ঝুঁকি বিস্ফোরিত হলে সম্পদের এক বিশাল ভাণ্ডার যা প্রসারিত হয়।বাজারগুলি রিয়েল টাইমে প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে। প্রতিটি উত্তেজনাপূর্ণ শিরোনাম, উপসাগর জুড়ে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, হরমুজ প্রণালী বন্ধ করার হুমকি, অথবা জ্বালানি পরিকাঠামোর উপর আক্রমণ, শেয়ার বিক্রি এবং সোনায় নতুন বিনিয়োগকে ট্রিগার করেছে। এই সংঘাত অন্য পণ্যগুলিকেও ধাক্কা দিয়েছে। তেলের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী শেয়ার বাজারের পতন দেখা দিয়েছে। যুদ্ধ, মুদ্রাস্ফীতি এবং ঋণের ঝুঁকির আশঙ্কা বৃদ্ধির ফলে বিশ্বে বিনিয়োগকারীরা সোনাকে চূড়ান্ত নিরাপদস্থল হিসেবে দেখছেন।এই পরিবর্তনের মাত্রা স্পষ্ট। ভারত তার অর্থনীতি দ্বিগুণ করার জন্য এক দশকের বেশি সময় ব্যয় করেছে। এখনও ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের জিডিপি অতিক্রম করতে বেশ খানিকটা পথ অতিক্রম করতে হবে। ব্রিটেনের জিডিপি ৩ ট্রিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি। তুলনায়, সোনার এখন এমন একটি মূল্য রয়েছে যা সব কিছুকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। কেবল ভয়ের কারণে বেড়ে চলেছে ধাতুটির দাম। তবে, সোনার এই দৌড় দীর্ঘস্থায়ী হবে কিনা তা নিয়ে বিশেষজ্ঞরা বেশ সন্দিহান।

ইরান যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস, শক্তিশালী বৃদ্ধি অথবা উচ্চতর প্রকৃত সুদের হার এর দামে সংশোধন আনতে পারে। তবে অনেকের যুক্তি, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সঞ্চয়, দীর্ঘস্থায়ী ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং প্রচলিত মুদ্রার প্রতি অবিশ্বাস, সোনার মুদ্রাকে একটি আনুষ্ঠানিক সম্পদ হিসেবে বজায় রাখবে।

আলাস্কা থেকে তাসমানিয়া

১১ দিনে ১৩,৫৬০ কিলোমিটার উড়ে বিশ্বরেকর্ড পরিযায়ী পাখির

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ প্রকৃতি চমক পছন্দ করে। বিস্ময় পছন্দ করে। সেই বিস্ময়ের মধ্যে অন্যতম নিদর্শন হল পরিযায়ী পাখি। প্রবল ঠান্ডার প্রকোপ থেকে বাঁচতে অপেক্ষাকৃত অল্প ঠান্ডার জায়গায় উড়ে যায় পরিযায়ী পাখিরা। প্রতি বছর পৃথিবীর নানা প্রান্তের হাজার হাজার কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে পরিয়ায়ী পাখিরা নতুন আবাসস্থলে পৌঁছায়। সম্প্রতি এমনই এক বিস্ময়কর ঘটনার সাক্ষী হয়েছে বিশ্ব। বার-টেইলড গডউইট নামে একটি অল্পবয়সী পরিযায়ী পাখি অবিশ্বাস্য কীর্তি গড়ে তুলেছে। বি-সিক্স বলে পরিচিত মাত্র চার মাস বয়সী একটি পাখি, একটানা প্রায় ১৩,৫৬০ কিলোমিটার উড়ে বিশ্বরেকর্ড গড়ল।আলাস্কা থেকে উড়ে গিয়ে ছোট্ট পাখিটা থেমেছে একেবারে অস্ট্রেলিয়ার তাসমানিয়াতে। এই পুরো যাত্রায় সে সময় নিয়েছে ১১ দিন। এর মাঝে কোথাও সে এক সেকেন্ডের জন্যও থামেনি! সে বিশ্রাম নেয়নি, খায়নি এমনকী জল পর্যন্ত মুখে তোলেনি। এই যাত্রা ইতিহাস গড়েছে। টানা ১১ দিন, না থেমে কোনও প্রাণী এর আগে ওড়েনি। এই যাত্রা পৃথিবীর ইতিহাসে যে কোনও প্রাণীর সবচেয়ে দীর্ঘ নিরবিচ্ছিন্ন আকাশে ওড়া বলে নথিভুক্ত হয়েছে। এই অসাধারণ যাত্রাপথটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল একটি স্যাটেলাইট ট্যাগের সাহায্যে। ট্যাগটি যুক্ত ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউএস জিওলজিক্যাল সার্ভে,এর গবেষণা প্রকল্পের সঙ্গে। এই বার-টেইলড গডউইট একটি বড় আকারের উপকূলীয় পাখি। এরা মূলত

সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করে। এই প্রজাতি পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘ ননস্টপ বা না থেমে ওড়ার জন্য বিখ্যাত। পাখিগুলি সাধারণত আলাস্কা ও সাইবেরিয়ার আর্কটিক অঞ্চলে প্রজনন করে। তারপর শীতকালে তারা দক্ষিণ গোলার্ধে চলে যায়। সাধারণত নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ায় যায় তারা। আলাস্কা থেকে নিউজিল্যান্ড পর্যন্ত দূরত্ব প্রায় ১১, ০০০ কিলোমিটার। সাধারণত পাখিদের এই যাত্রা সম্পন্ন করতে সময় লাগে প্রায় ৯ দিন। এই কয়েকদিন ওড়ার সময়ে তারা কোথাও থামে না, খায় না, বিশ্রামও নেয় না। প্রশান্ত সাগরের উপর দিয়ে তারা না থেকে শুধুই উড়ে চলে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, এই পাখিরা ঘণ্টায় প্রায় ৫৫ কিলোমিটার বা তারও বেশি গতিতে উড়তে সক্ষম। এই কারণেই বার-টেইলড গডউইটকে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী ও গতিশীল পরিযায়ী পাখিদের অন্যতম বলে মনে করা হয়। এত দীর্ঘ পথ এক টানা উড়ে এতখানি পথ পাড়ি দেওয়া সহজ কথা নয়। এর ফলে পাখিদের শরীরে ঘটে নানা জৈবিক পরিবর্তন। যাত্রার আগে পাখিরা প্রচুর খাদ্য গ্রহণ করে। এতে শরীরে বিপুল পরিমাণ চর্বি জমা হয়। বি,সিক্স পাখিটি আলাস্কায় থাকার সময় এত বেশি খাদ্য গ্রহণ করেছিল যে তার শরীরের প্রায় অর্ধেক ছিল চর্বির ওজন। এই চর্বিই ছিল তার প্রধান শক্তির উৎস। চমক, এখানেই শেষ হচ্ছে এমনটা নয়। ওড়ার সময়ে পাখির শরীরেও পরিবর্তন ঘটে। তারা কিছু অঙ্গের আকার ছোট করে ফেলে। যেমন, পাকস্থলী ও যকৃতের আকার সাময়িকভাবে ছোট হয়ে যায়। এর ফলে শরীরের ওজন কমে। পাশাপাশি শক্তি সঞ্চয় হয়। এই প্রক্রিয়া দীর্ঘ সময় খাদ্য ও জল ছাড়া আকাশে ভেসে থাকার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ দিন ধরে একটাআ ওড়ার জন্য দরকার সঠিক দিকনির্দেশনও। খোলা সমুদ্রের উপর দিয়ে হাজার হাজার কিলোমিটার উড়তে হলে নিখুঁত ন্যাভিগেশন প্রয়োজন। গবেষণায় জানা গিয়েছে, বার-টেইলড গডউইট পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র ব্যবহার করে পথ খুঁজে নেয়। পাখির চোখে বিশেষ ধরনের প্রোটিন থাকে। এই প্রোটিনের নাম ক্রিপ্টোক্রোম। এই প্রোটিন পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র শনাক্ত করতে সাহায্য করে। এর ফলে পাখিরা সঠিক পথে উড়তে পারে। এই প্রোটিনকে আমরা এক ধরনের প্রাকৃতিক কম্পাসও বলতে পারি।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/10/2026 1:45 PM Page 4

১১ মার্চ মাটিয়ালী ব্লকে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের বাইক র‍্যালি

নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ ডুয়ার্সের মাটিয়ালী ব্লকে আগামী ১১ মার্চ বড়সড় বাইক র‍্যালি করতে চলেছে তৃণমূল যুব কংগ্রেস। মঙ্গলবার চালসার আইএনটিটিইউসি ব্লক কার্যালয়ে এক প্রস্তুতি সভার পর এই কর্মসূচির কথা জানান তৃণমূল যুব কংগ্রেসের মেটেলি ব্লক সভানেত্রী স্বপ্না ওরাওঁ। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মেটেলি ব্লক সভানেত্রী স্মোমিতা কালান্দিও। জানা গেছে, আগামী ১১ মার্চ উত্তর ধুপঝোরা থেকে এই বাইক র‍্যালি শুরু হবে। সেখান থেকে মাটিয়ালী ব্লকের পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা পরিক্রমা করবে র‍্যালিটি। বিভিন্ন জায়গায় থেমে পথসভাও করা হবে বলে তৃণমূল যুব কংগ্রেস সূত্রে জানা গেছে। সম্প্রতি বিজেপি যুব মোর্চার বাইক র‍্যালি এবং বিজেপির পরিবর্তন রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক তৎপরতা বেড়েছে। তারই মধ্যে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের এই বাইক র‍্যালি ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক আলোচনা শুরু হয়েছে। যদিও তৃণমূল নেতৃত্বের তরফে এই কর্মসূচিকে বিজেপির পাল্টা হিসেবে দেখানো হচ্ছে কি না, সে বিষয়ে সরাসরি কিছু জানানো হয়নি। তবে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই বাইক র‍্যালি মূলত বিজেপির সাম্প্রতিক কর্মসূচিরই জবাব। তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ে ধ্রুমটেলি ব্লক সভানেত্রী স্বপ্না ওরাওঁ জানান, আগামী ১১ মার্চ উত্তর ধুপঝোরা থেকে বাইক র‍্যালি শুরু হবে। মাটিয়ালী ব্লকের পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ঘুরে ঘুরে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে। পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় পথসভা করে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের কথাও তুলে ধরা হবে।এদিনের প্রস্তুতি সভায় তৃণমূল যুব কংগ্রেসের মাটিয়ালী ব্লকের পাঁচটি অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি সহ একাধিক তৃণমূল নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। আসন্ন কর্মসূচিকে সফল করতে দলীয় কর্মীদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় বলেও জানা গেছে।

একাধিক দাবিতে ডেঙ্গুয়াঝাড় চা-বাগানে বিক্ষোভ সমাবেশ

বাবলু রহমান, নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ চা-শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবি তুলে ধরে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির ডেঙ্গুয়াঝাড় চা-বাগানে গেট মিটিং ও বিক্ষোভ সমাবেশ করলেন চা-শ্রমিকরা। চা-শ্রমিক মজদুর ইউনিয়নের জয়েন্ট ফোরামের ডাকে এই কর্মসূচিতে কয়েকশো শ্রমিক অংশ নেন।

বাগানের মূল গেটের সামনে শ্রমিকরা জড়ো হয়ে নিজেদের দাবি-দাওয়া তুলে ধরেন এবং দীর্ঘদিনের সমস্যার দ্রুত সমাধানের দাবি জানান।শ্রমিকদের অভিযোগ, এসআইআর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনেক শ্রমিকের নাম বিভিন্ন তালিকা থেকে বাদ পড়ছে। এর ফলে বহু প্রকৃত শ্রমিক সরকারি বিভিন্ন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এই বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন শ্রমিকরা। তাঁদের দাবি, প্রকৃত শ্রমিকদের নাম যাতে কোনওভাবেই বাদ না যায়, সে বিষয়ে প্রশাসনকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। এদিনের গেট মিটিংয়ে শ্রমিকরা চা-বাগানে ন্যূনতম মজুরি চালুর দাবিও জোরালোভাবে তোলেন। তাঁদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে চা-শ্রমিকরা অত্যন্ত কম মজুরিতে কাজ করছেন।

বর্তমান বাজারদরের সঙ্গে সেই মজুরি কোনওভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই অবিলম্বে চা-শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করতে হবে বলে দাবি জানান তাঁরা। এর পাশাপাশি চা-বাগান এলাকায় বসবাসকারী শ্রমিক পরিবারগুলির জন্য জমির পাট্টা দেওয়ার দাবিও ওঠে। বহু বছর ধরে বাগানে বসবাস করলেও অধিকাংশ শ্রমিকের নামে জমির কোনও আইনি কাগজ নেই বলে অভিযোগ। ফলে ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে হচ্ছে তাঁদের। শ্রমিকদের দাবি, সরকার দ্রুত উদ্যোগ নিয়ে চা-বাগান এলাকায় বসবাসকারী শ্রমিক পরিবারগুলিকে জমির পাট্টা প্রদান করুক।

গেট মিটিং থেকে শ্রমিক সংগঠনের নেতারা জানান, শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত হয়ে আসছে। যদি দ্রুত এই দাবিগুলি পূরণ না করা হয়, তাহলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন চা-শ্রমিকরা। এই বিক্ষোভ সমাবেশকে ঘিরে মঙ্গলবার সকাল থেকেই ডেঙ্গুয়াঝাড় চা-বাগান এলাকায় শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া দেখা যায়। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে এবং প্রয়োজনে আরও কঠোর কর্মসূচি নেওয়া হবে।

ফের আনন্দপুরে আগুন

কেক কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে আতঙ্ক

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ আনন্দপুরে ফের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। ইএম বাইপাস সংলগ্ন কসবা এলাকায় একটি প্রসিদ্ধ কেক প্রস্তুতকারী সংস্থার কারখানায় সোমবার রাতে আগুন লাগে। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দমকল বাহিনী আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কীভাবে আগুন লাগল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ও দমকল কর্তৃপক্ষ।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আনন্দপুর থানার আওতাধীন কসবা এলাকায় অবস্থিত ওই কেক প্রস্তুতকারী সংস্থার কারখানায় সোমবার রাত পর্যন্ত কাজ চলছিল। রাত আটটা নাগাদ কারখানার ভিতর থেকে আগুনের লেলিহান শিখা ও ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। বিষয়টি নজরে আসতেই কর্মীরা আতঙ্কিত হয়ে দ্রুত কারখানা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং পুলিশ ও দমকলে খবর দেওয়া হয়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন কারখানার ভিতরে ছড়িয়ে পড়ায় এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়।খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় পুলিশ ও দমকল বাহিনী। এলাকাটি ঘিরে ফেলে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন দমকল কর্মীরা। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন মোতায়েন করা হয়। প্রায় দীর্ঘ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। যদিও এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। তবে সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও দমকল কর্তৃপক্ষ। কারখানার অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র ঠিকঠাক ছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উল্লেখ্য, চলতি বছরের শুরুতেই আনন্দপুরে একটি মোমো তৈরির কারখানা ও গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনায় কারখানার ভিতরে আটকে পড়ে বহু শ্রমিক ঝলসে মারা যান। পরে ঘটনাস্থল থেকে একাধিক দেহাংশ উদ্ধার করা হয় এবং ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে ২৭ জনের দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সেই ঘটনার স্মৃতি এখনও তাজা থাকতেই ফের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে এলাকায়।

আলুর দামে ধসের আশঙ্কা

দুশ্চিন্তায় ধূপগুড়ির কৃষকরা

নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ির জেলার ধূপগুড়ি এলাকায় আলু চাষকে কেন্দ্র করে আবারও দুশ্চিন্তা বাড়ছে কৃষকদের মধ্যে। আলু তোলার সময় চলে এলেও অনেক কৃষকই এখন আলু তুলতে ভয় পাচ্ছেন। কারণ, বাজারে আলুর দাম খুবই কম এবং এখনও পর্যন্ত মাঠে বা এলাকায় সেভাবে পাইকারদের দেখা মিলছে না।কৃষকদের অভিযোগ, প্রতি বছর এই সময়ে বাইরে থেকে অনেক পাইকার এসে আলু কিনে নিয়ে যান। কিন্তু এবছর সেই ছবি একেবারেই উল্টো। হাতে গোনা কয়েকজন পাইকার থাকলেও তারা এখন আলু কিনতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। ফলে আলু তোলার সময় এসে গেলেও অনিশ্চয়তায় ভুগছেন চাষিরা। উত্তরবঙ্গের মধ্যে ধূপগুড়ি এলাকায়ই সবচেয়ে বেশি আলু চাষ হয়। গত বছর জলপাইগুড়ি জেলায় প্রায় ৩, ৬০৫ হেক্টর জমিতে আলুর চাষ হয়েছিল।

সেখান থেকে প্রায় ৭৪,০৯৪ টন আলু উৎপাদন হয়। এই উৎপাদনের বড় অংশই আসে ধূপগুড়ি এলাকা থেকে। এখানকার বহু মানুষের জীবিকা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে আলুর ব্যবসার উপর নির্ভর করে। কৃষকদের কথায়, এবছর জ্যোতি আলু তোলা শুরু হওয়ার সময় এক গাড়ি (প্রায় ১০ হাজার কেজি) আলুর দাম ছিল প্রায় ৫০ হাজার টাকার মতো। এখন পোখরাজ আলু তোলা শুরু হয়েছে, কিন্তু দাম কমে দাঁড়িয়েছে ৪০ থেকে ৪৫ হাজার টাকার মধ্যে। এই দামে আলু বিক্রি করলে লাভ তো দূরের কথা, খরচই উঠবে না বলে দাবি তাদের। মাগুরমারী ২ নম্বর এলাকার কৃষক দেবাশীষ রায় ও রাজিউল ইসলাম বলেন, এবার বীজ, সারসহ সব কিছুর দাম অনেক বেড়েছে। এই দামে আলু বিক্রি করলে বড় লোকসান হবে। অনেক কৃষকের পক্ষে পরিস্থিতি সামলানোই কঠিন হয়ে পড়বে। অন্যদিকে আলু ব্যবসায়ীদেরও দাবি, বাজারে পরিস্থিতি এখন খুবই অনিশ্চিত। উত্তরবঙ্গ আলু ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য বাবলু চৌধুরী বলেন, গত বছর থেকেই আলুর বাজারে সমস্যা চলছে। বাইরে রাজ্যে আলু কম যাচ্ছে। আসাম এখন নিজেরাই আলু উৎপাদন শুরু করেছে। আগে এই সময়ে বাইরে থেকে ব্যবসায়ীরা ধূপগুড়ির ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। কিন্তু এবছর এখনও পর্যন্ত কেউ যোগাযোগ করেননি। সব মিলিয়ে আলুর দাম কোন দিকে যাবে তা নিয়ে এখনো স্পষ্ট কিছু বলা যাচ্ছে না। ফলে আলু তোলার মরশুম শুরু হলেও দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন ধূপগুড়ির কৃষকরা।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/10/2026 1:45 PM Page 5

ছৌ এর মুখোশ তৈরির আঁতুড়ঘর চড়িদা

বাংলার নিজস্ব নৃত্য-শিল্প ছৌ। আজ যা আর শুধুমাত্র এই বাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, ছড়িয়ে গেছে সারা বিশ্বে। ছৌ নাচের পোশাক থেকে মুখোশ, এই বিশাল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে শিল্পীদের নাম, কেমন আছেন তাঁরা? বিশেষত এই কঠিন মহামারীতে? ঠিক এই মুহূর্তে সেই মুখোশ-গ্রামের পরিস্থিতি কীরকম? ২০২০ সালে ছৌ নাচের মতো বিষয় যখন অসংখ্য গবেষকদের গবেষণার বিষয়, প্রত্যেকের কাজের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে নতুন নতুন তথ্য, তখন অর্থকষ্টে ভুগছেনই বা কেন ছৌ শিল্পীরা! অবশ্যই একটি নজরকাড়া বিষয়।মূলত এই পোশাক এবং মুখোশ তৈরি করা হয় বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনির উপর ভিত্তি করে। ছৌ নাচের পালায় উঠে আসে মহিষাসুরমর্দিনী, রামায়ণ, মহাভারত এমনকি শিব-পার্বতীর কাহিনি। কখনও এই নৃত্য প্রকরণের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় দেবতাদের নিছক দেবতা না দেখিয়ে, তাঁদের মনুষ্যরূপ। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া ছাড়াও ঝাড়খণ্ড এবং ওড়িশায় ছৌ বিখ্যাত। তবে ওড়িশার ময়ূরভঞ্জে মুখোশ ব্যবহৃত হয় না। মুখোশের জন্য বিশিষ্টতা অর্জন করেছে পুরুলিয়া। এই গল্প একটি মুখোশ তৈরির গ্রামের। বিভিন্ন পৌরাণিক দেব-দেবী ছাড়াও বর্তমানে ছৌ-এর মধ্যে মিশে গেছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের ধ্রুপদী নৃত্যশৈলী। যেমন কথাকলি, মণিপুরী, ওড়িশি, কুচিপুরীর মতো নাচের মুখোশও এখন নির্মাণ করছেন শিল্পীরা।২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে অনেকদিন পর গিয়েছিলাম পুরুলিয়ার চড়িদায়। অযোধ্যার কোলে সহজ শান্ত একটি গ্রাম চড়িদা। বাঘমুন্ডি থানার অধীন এই গ্রাম একসময় ছিল মাওবাদীদের ঘাঁটি। গ্রামে ঢোকার মুখেই দেখা যাবে রাস্তার দুই ধারে সারি সারি অসংখ্য মুখোশের দোকান। কেউ মুখোশে সবে রং দিচ্ছেন, কেউ চোখ আঁকছেন, বছর দশেকের ছেলেটিও সাজ বসাচ্ছে মুখোশে।

তাঁদের এই ব্যবসা বংশ পরম্পরায়। মুখোশ বর্তমানে আর শুধুমাত্র নাচেই ব্যবহৃত হয় না, দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে ঘর আলো করা ড্রয়িংরুমে শোভা পায় চড়িদার মুখোশ। এই এলাকায় একসময় ব্যবসায় ভাটা পড়ছিল। শুধুমাত্র 'লোক' শিল্প হিসাবেই তা জনশ্রুত ছিল। ছৌ নাচ হয়ে উঠেছিল এই বিশ্বের শুধুমাত্র একটি ফ্যান্টাসির জায়গা। চরম অর্থ সংকটের অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছিলেন এখানকার বিখ্যাত শিল্পীরা। পরিস্থিতির বদল এল বর্তমান রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তে। ছৌ শিল্পীদের ভাতার ব্যবস্থা করল রাজ্য সরকার। প্রতি মাসে এক হাজার টাকা। ফলে ছৌ-এর দল বেড়েছে। 'লোক'-এর গায়ে বসেছে নতুন পালক 'আন্তর্জাতিক'। প্রায় একশোর উপর পরিবার ছৌ নাচের মুখোশ তৈরি করে। শিল্পীর সংখ্যা প্রায় চারশতাধিক। সূত্রধর সমিতির ছৌ মুখোশ শিল্পী সংঘ ২০১২ সাল থেকে বিভিন্ন শিল্পীদের নিয়ে মুখোশ তৈরির কাজে ব্যস্ত আছেন। সেখানকার দোকানে গেলেই বোঝা যাবে, ছৌ নাচ এখন আর শুধুমাত্র মহিষাসুরমর্দিনী পালাতেই সীমাবদ্ধ নেই; গণেশ, কার্তিক, ময়ূর, রাক্ষস-খোক্ষস, কালী, সীতা, রাবণ কতরকমের মুখোশই না আছে এই দোকানে। পাওয়া যাবে আদিবাসীদের প্রচলিত নানা কাহিনির সঙ্গে জড়িত মুখোশও। শীতের মরশুমে ভিড় করেন দেশ-বিদেশ থেকে আসা পর্যটকরা। নভেম্বর, ডিসেম্বর এবং জানুয়ারি , এই তিনটে মাস তাঁদের রোজগারের জন্য চেয়ে থাকা আমরা ছৌ নাচের সঙ্গে সঙ্গে ছৌ নৃত্যশিল্পীদের গুরুত্ব দিই। কিন্তু ভুলে যাই এই বিশাল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত মুখোশ ও পোশাক তৈরি করা শিল্পীদের। এখনও যাঁদের ঘরে গেলে দেখা যায় একটা সরু বিছানা আর কিছু ঘটি-বাটি ছাড়া বিশেষ কিছু নেই, আছে শুধু নানান রকমের হাজার হাজার মুখোশ। তাঁরা কি উপযুক্ত সম্মান পাচ্ছেন? এই বহু বিস্তৃত ইতিহাসের সঙ্গী তাঁরাও। চড়িদার এই 'অখ্যাত' শিল্পীদের ভুলি কী করে! সৌঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।